93

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11 JUN 1994 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষকের শূন্য পদ

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে আছে। এর ফলে ঐসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কেবল শিক্ষাসংকট নয়, রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকার ঘটনাটি কারো কাম্য হতে পারে না। এর ফলে সেখানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা অনুধাবনে কোন অসুবিধা হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিভূমি। এ কারণে সরকার ঐ শিক্ষার উপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই গুরুত্ব বর্তমানে আরো বেড়েছে সরকার কর্তৃক সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ফলে। সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তিকে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যেই সরকার এই কর্মসূচী নিয়েছেন এবং এর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করছেন। সার্বজনীন শিক্ষার এই লক্ষ্য সফল করার জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। নারীশিক্ষা উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষকের অভাব থাকে তাহলে সেসব লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের এই অভাবের কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। কেন যে ঐ পদগুলো শূন্য রয়েছে, শূন্য পদগুলো কেন যে পূরণ করা হচ্ছে না তা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবে আমাদের ধারণা, এর পশ্চাতে আছে শিক্ষা বিভাগের কোন না কোন স্তরের গাফিলতি। অন্যথায় এভাবে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কথা নয়। একথা তো বলা যাবে না যে ঐ পদগুলোতে নিয়োগ করার যোগ্য লোক দেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, দেশে অসংখ্য শিক্ষিত লোক বেকার হয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে যোগ্য লোক সংগ্রহ করা কোন সমস্যাই নয়। আমরা অবিলম্বে শিক্ষকের শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি কেন এতগুলো পদ শূন্য রয়েছে তা তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

রাজশাহী বিভাগসহ দেশের সকল বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজমান। কোথাও উপযুক্ত দালান নেই, কোথাও দালান ভেঙে পড়েছে কিন্তু মেরামত করা হচ্ছে না, কোথাও শিক্ষার সরঞ্জাম নেই— ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে এসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।